وَلَنَا مَا رَوَيْنَا ، وَلِأَنَّ مِلْكَهُ مُتَّصِلٌ بِمِلْكِ الدَّخِيلِ اِتِّصَالَ تَابِيدٍ وَقَرَارٍ . فَيَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الشُّفْعَةِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَاوَضَةِ بِالْمَالِ . اِعْتِبَارًا بِمَوْرِدِ الشَّرْعِ، وَهٰذَا لِأَنَّ الْاِتِّصَالَ عَلٰى هٰذِهِ الصِّفَةِ إِنَّمَا انْتَصَبَ سَبَبًا فِيهِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْجِوَارِ . إِذْ هُوَ مَادَّةُ الْمُضَارِّ عَلٰى مَا عُرِفَ . وَقَطْعُ هٰذِهِ الْمَادَّةِ بِتَمَلُّكِ الْاَصِيلِ أَوْلٰى . لِأَنَّ الضَّرَرَ فِي حَقِّهِ بِإِزْعَاجِهِ عَنْ خِطَّةِ آبَائِهِ أَقْوٰى . وَضَرَرُ الْقِسْمَةِ مَشْرُوعٌ . لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِتَحْقِيقِ ضَرَرِ غَيْرِهِ .

অনুবাদ : আমাদের দলিল হলো, উপরে আমাদের বর্ণিত হাদীস। তাছাড়া এ কারণে যে, প্রতিবেশীর মালিকানা ক্রেতার মালিকানার সাথে স্থিতিশীল হয়ে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত রয়েছে। সুতরাং যখন [মূল জমির উপর] সম্পদের বিনিময়ে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে তখন শরিয়ত বর্ণিত ক্ষেত্রের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে প্রতিবেশীরও শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। এর কারণ হলো, এভাবে স্থিতিশীল হয়ে স্থায়ীভাবে একজনের সম্পত্তি অপর জনের সম্পত্তির সাথে সংযুক্ত থাকার বিষয়টি শরিয়ত বর্ণিত ক্ষেত্রে [অর্থাৎ মূল সম্পত্তিতে অংশীদারের ক্ষেত্রে শুফ'আ সাব্যস্ত করার জন্য] 'সবব' বা কারণ হয়েছে। কেবল এ জন্যই যে, [অংশীদারের উপর] প্রতিবেশীত্বের ক্ষতির আগমন যাতে প্রতিহত করা যায়। কেননা প্রতিবেশীত্বের বিষয়টিই হচ্ছে ক্ষতিসাধন ও অসুবিধা সৃষ্টির মূল, যা সর্বজনবিদিত। আর শুফ'আর দাবিকৃত সম্পত্তিতে শফী'র মালিকানা সাব্যস্ত করে এই ক্ষতি ও অসুবিধার মূলোৎপাটিত করা অগ্রগণ্য। কেননা শফী'কে তার পিতৃপুরুষের সম্পত্তি পরিত্যাগের মাধ্যমে অস্থির করে তোলার ক্ষতিটি অধিক শক্তিশালী। পক্ষান্তরে বণ্টন আবশ্যক হওয়ার ক্ষতি শরিয়ত স্বীকৃত। কাজেই তা অন্য ব্যক্তি [অর্থাৎ ক্রেতা]-র ক্ষতি সাধন [সংশ্লিষ্ট বিধান]-এর ইল্লাত বা কারণ হিসেবে নির্ণিত হতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَنَا مَا رَوَيْنَا : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আমাদের দলিল বর্ণনা করেছেন। আমাদের পক্ষেও নকলী ও আকলী উভয় প্রকারের দলিল বর্ণনা করেছেন। আমাদের নকলী দলিল পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বে তিন শ্রেণির শফী'র শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার পক্ষে মুসান্নিফ (র.) তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। কাজেই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এই দাবি সঠিক নয় যে, শুফ'আর অধিকার কেবল প্রথম শ্রেণির শফী'র জন্যে শুফ'আর অধিকার হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় শ্রেণির শফী'র শুফ'আর অধিকার লাভের পক্ষে আমরা আব্দুল মালিক ইবনে আবী সুলায়মান এর সূত্রে হযরত জাবির (রা.) থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছি। তা হলো– "اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا" এ হাদীসটি সম্পর্কে শাফেয়ীগণের বক্তব্য হচ্ছে, হাদীসটি হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীস– فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ الخ -এর সাথে বিরোধপূর্ণ। কাজেই এ হাদীসটি যেহেতু আবদুল মালিক ইবনে আবী সুলায়মান (র.) একা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম শু'বা (র.) তাঁর ব্যাপারে 'কালাম' করেছেন তাই এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন– يُخَافُ أَنْ لَا يَكُوْنَ مَحْفُوْظًا ، وَأَبُوْ سَلَمَةَ حَافِظٌ . وَكَذَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، وَلَا يُعَارَضُ حَدِيْثُهُمَا بِحَدِيْثِ عَبْدِ الْمَلِكِ "অর্থাৎ আব্দুল মালিক বর্ণিত হাদীসটি সঠিক না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে আবূ সালামা হচ্ছেন 'হাফিজ' অনুরূপভাবে আবূ যুবায়েরও। কাজেই তাঁদের বর্ণিত হাদীসের বিপরীতে আব্দুল মালিকের বর্ণিত হাদীস টিকে না।"